# গুলতি

মিঃ রুদ্র সপ্তম পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে টলটলায়মান পায়ে উঠে দাঁড়ালেন ---- "মাই হার্ট গোজ আউট টু দ্য পিপল্ অফ্ পোল্যাণ্ড।"

রক্তচক্ষু মেলে সঙ্গী সহচরদের জনে জনে দেখে নিলেন একবার, যেন এদেরই মাঝে শত্রুপক্ষের কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা সন্ধান নিলেন তার।

তারপর আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে বললেন, "ইয়েস, দ্য পুওর, পুওর, পিপল্ অফ্ পোল্যাণ্ড ----।"

মিসেস মালকানি এগিয়ে এসে ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন, "ডার্লিং রুডি, আর নয়। এবার বাড়ি যেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে। কাল আবার রিজনাল মীট্ আছে অশোকায়।"

একে একে উঠে পড়লো সবাই সভা ভঙ্গ করে।

গোল্ড কয়েনের তলানি হাতে চুপ করে বসে আছি এক পাশে, জীতু স্মিতমুখে সামনে এসে দাঁড়ালো, "কি হে, কেমন লাগছে?"

নীরবে হাসলাম। কি আর বলবো ! জীতুরই মামাবাড়ি এটা। ছুটিতে ফাঁকা হস্টেলে একা একা দিন কাটাতে মন লাগবে না ভেবে ও-ই জোর করে ধরে এনেছে, ছুটির আটদিন এখানে ওর সঙ্গে মামাবাড়ির আদরে ভাগ বসাতে। আজ সকালে এসেছি। আর এসে অবধি কেবলই ভাবছি হস্টেলের শূন্য ঘরে ফিরে যাই কোন অজুহাতে।

জীতু আমার মনের কথা আন্দাজ করে বললো, "দ্যাখ, আর কিছু না হোক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'বে তোর। পৃথিবীতে কত রকমের ফেদারলেস বাইপেড্ যে নিজেদের মানুষ বলে চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে ধারণা হ'বে খানিকটা। আজই তো এলি ! আমাকে দ্যাখ, এদের নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলাম।"

মিসেস মাল্‌কানি অতিথিদের বিদায় করে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন। জীতুর মামীমা। জীতু বলে সার্থকনামা মহিলা নাকি। শহরের চাঁই চাঁই যতেক ধুরন্ধর, একাধারে সবারই 'মালকিন' অর্থাৎ মিসট্রেস্‌ উনি।

প্রতিবাদ জানাই, "ছি ছি, তোর না মামীমা হন? মাতৃতুল্য? এমন কথা মুখে আনতে বাধে না তোর?"

জীতু নির্বিকার মুখে বলে, "আমার বলা বা না বলায় কার কি আসে যায়! একেবারে ওপেন সিক্রেট এ সব। ওঁর ভক্তবৃন্দও জানে মক্ষিরানীর শ্রীচরণে কার কোথা ঠাঁই।"

"আর তোর মামা?"

"মামার টিকি বাঁধা অন্য গাছে, বুঝলি? সিল্ক টাফেটার গেরুয়া পরে ন্যাড়া মাথায় পারফিউম্‌ ঘষে সাঁশালো মক্কেলদের জন্যে স্বর্গের ভিসা - পাসপোর্ট - রেসিডেন্স পারমিট্‌ জোগাড় করতে হিম সিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা। ভক্তদের কিউ লম্বা থেকে লম্বাতর হয়ে চলেছে ক্রমাগত। রাজধানীতে কালো টাকার কারবারীর কমি আছে নাকি? ইহলোকে ক্রেতব্য যা কিছু কিনে ফেলে এখন এদের নবতম ক্রেজ হ'ল স্বর্গের টিকিট। মামা তারই দালাল কিনা। টাকা ফ্যালো স্বর্গে যাও ----।"

"এই যে এতসব সম্পত্তি করেছে তোর মামা মামী, তুইই তো পাবি এসব ! তোকে নাকি দত্তক নিয়েছে?"

"লিখিত ভাবে নেয়নি, মুখে বলেছে শুধু। আমিও কাগজে কলমে দত্তক হ'তে রাজি নই।"

"কেন রে? এই এত ধনদৌলত ----।"

"সে হয়তো এমনিতেও পাবো। ওদের তিনকুলে আর কেউ নেই। মামী যতই ঢলাঢলি করুক আর মেক্‌আপ্‌ করে খুকী সেজে থাকুক এই বয়সে নতুন কোনও অঘটন ঘটাবে বলে মনে হয় না। আর মামার তো কোন কালেই ও সবের বালাই নেই যে কারণে মামীর রাসলীলায় বাদ সাধতে আসেনি কোনদিন।"

"এই চুপ !"

"ওহো, তোর তো আবার কতকগুলো মিডল্‌ ক্লাস উইকনেস আছে এইসব গুরুজন টুরুজন নিয়ে। দ্যাখ্‌ পিন্টু, সায়েন্সের ছাত্র আমরা। এইসব বুজরুকির কোন মানে নেই, বুঝলি? সাদা দেখলে বলবো সাদা

আর কালোকে কালো। তা গুরুজনই হোক আর লঘুজন।"

"বেশ বাবা, যা মনে চায় বল্। শুধু আমার সামনে বলিস্ না। আমাকে তো মিড্ল্ ক্লাসেই থাকতে হবে জীবনভোর। ওই বুজরুকিগুলোকে নিয়েই।"

জীতু আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে নীচে চলে গেল।

তিন তলার একখানা মাঝারি গোছের কামরায় আমার আস্তানা হয়েছে। মোজাইকের মেঝের উপর পুরু কার্পেট। এক পাশে খাট, অন্য পাশে খান দুয়েক চেয়ার আর একটা আয়না লাগানো দেরাজ। খুব একটা বাড়াবাড়ি রকমের আড়ম্বর নেই এ ঘরখানায়। বোধহয় জীতুই পছন্দ করেছে ঘরখানাকে আমার উপযুক্ত বলে, যাতে অনভ্যাসের অস্বস্তিতে খুব বেশী পীড়িত না হই। ঘরের লাগোয়া ছোট্ট এক চিলতে ছাদ। বাড়িটা ইটালিয়ান ভিলা টাইপের। বাড়ির আনাচে কানাচে ছোটখাটো কত যে ছাদ আর ঝুল বারান্দা ! তিন তলার উপর টাইল দেওয়া ঢালু ছাদ। ইঁটের ডিজাইন করা সুন্দর চিম্নি।

ঘরগুলো সব বিচিত্র ছাঁদের। সকালে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো ঘর দেখেছি। একখানা ঘর হ'ল 'জাঙ্গল রুম' ---- চারিদিকে বাঘ - হরিণ - ভালুকের মুণ্ডু আর ছাল, দেয়ালে সারবন্দী বন্দুক - ভোজালি - তীরধনুক। দামী চিপ্সের এবড়ো খেবড়ো মেঝের উপর একপাশে শান বাঁধানো মদ্যশালা। 'ছাতাপড়া লোনাধরা' ডিজাইনের দেয়াল ঘেঁষে যত্র তত্র বিরল সব পাতাবাহার আর অর্কিডের ভিড়। ছাদ থেকে রঙ বেরঙের সিল্কের দড়ি বাঁধা রকমারি গামলায় অদ্ভুত সব 'বনসাই' ঝুলছে। আবার অন্য একখানা ঘর এমন সূক্ষ্ম সুন্দর হাল্কা জিনিস দিয়ে সাজানো যে মাটিতে পা ফেলতে ভয় করে, মনে হয় এই বুঝি কোথায় কি ভেঙে যাবে।

কোন ঘর নীল ---- পর্দা - কার্পেট - আসবাব পত্র সবই নীলে নীলাক্কার। কোনটা হলদে, কোনটা আবার সবুজ। সে তুলনায় আমার এ ঘরখানা খুবই সাদামাটা বলতে গেলে। যদিও এমন পুরু কার্পেট বা এত ভাল কাঠের চেয়ার টেবিল বাপের জন্মে ব্যবহার করিনি আমরা। আমি কিংবা আমার বাবা। আর এমন নরম গদিওলা বিছানা ! শুতে গেলে মনে হয় কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে নাজেহাল

অবস্থা। যেখানেই ভর দিতে যাই মনে হয় নরম তুলোর গাদার মধ্যে সিঁধিয়ে যাবো। কোনরকমে ঘুমে আধঘুমে রাত কাবার হ'ল।

ভোর হ'বার আগেই শয্যা ত্যাগ করে দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ালাম। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। প্রথম শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে সারা শরীর চন্ চন্ করে উঠলো। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সামনে প্রশস্ত লন। অষ্ট্রেলিয়ান ঘাস লাগিয়ে অনেক যত্নে নাকি গড়ে তোলা হয়েছে লনখানা। ঘাসকে আগাছা বলে হেলাতুচ্ছ করি আমরা। জীতুর মুখে শুনেছি একটা লন মেনটেইন করা নাকি হাতি পোষার শামিল।

উর্দিপরা চাকর একটা বেতের চেয়ার এনে লনের মধ্যখানে রাখলো। তার পাশে এনে রাখলো সুদৃশ্য গোল বেতের টেবিল। কমলা রঙের সিল্কের জোব্বা পরা জীতুর মামা বড় বড় পা ফেলে লনটাকে বার কয়েক প্রদক্ষিণ করে চেয়ারে এসে বসলেন। বসে তন্ময় হয়ে সামনের পানে চেয়ে রইলেন। রাজধানীর অভিজাত পাড়ায় সাতসকালে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় নেই। যেন সম্মানে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে পাড়াখানা। আশেপাশের পেল্লায় প্রাসাদগুলো যেন নানা যুগের স্থপতিশিল্পের কম্পিটিশনে নাম দিতে ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সারবন্দী হয়ে। মিঃ মালকানি তদ্গত হয়ে বসে আছেন সারামুখে শাহজাহানের আত্মতুষ্টি মেখে ----।

উর্দি-পরা আবার এসে দাঁড়ালো। সেই লোকটাই, কিংবা অন্য কেউ। এক বেশবাসে চেনা না যায় পাছে তাই এ বাড়ির চাকর বাকরদের বুকের কাছে নেম প্লেট ঝোলে সকলের। তবে এত দূর থেকে পড়া গেল না তা। লোকটা গোল টেবিলের উপর ট্রে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে সরে গেল। শ্বেত পাথরের ঢাউস গ্লাসে শরবত্। তার পাশে শ্বেত পাথরের বাটি ভর্তি ছোট ছোট নুড়ির মত। এ ছাড়া ট্রের উপর আরও একটা কি জিনিস রাখা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। ছেলেবেলায় গুল্তি নিয়ে খেলতাম। সেই ধরনের দেখতে খানিকটা।

মিঃ মালকানির ধ্যানমগ্ন দু'চোখের দৃষ্টি সহসা চঞ্চল হ'ল। কেশহীন

প্রশস্ত মস্তক প্রত্যুষের নরম আলোয় চক্ চক্ করছে। ঘাড় বেঁকিয়ে এদিকে তাকালেন মিঃ মালকানি, তারপর ওদিকে। ওঁর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করলাম। জনহীন পথঘাটে কখন জন সমাগম হয়েছে টের পাইনি। রাস্তার এখানে ওখানে, ইমারৎগুলোর দেয়াল ঘেঁষে ইতি উতি বসে আছে গুটিকয় স্ত্রী পুরুষ অতি সন্তর্পণে। মিঃ মালকানি ট্রে'র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। গুল্তির মত জিনিসটা ---- আরে, গুল্তিই তো !---- হাতে নিয়ে শ্বেত পাথরের বাটি থেকে একটি নুড়ি তুলে তাতে সংযোজন করলেন। তড়িতে উঠে দাঁড়ালো উপবেশনকারী আহত লোকটা। বড় বড় পা ফেলে ত্বরায় মিলিয়ে গেল। মিঃ মালকানির মনোযোগ তখন অন্যত্র। ক্ষিপ্র হাতে গুল্তি ছুঁড়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। গাণ্ডীব হাতে অর্জুন যেন। মূর্তিগুলো চট্পট্ উঠে পড়ে চম্পট দিচ্ছে এদিক সেদিক।

প্রাতরাশের পর জীতুর কাছে ভাঙলাম কথাটা, "আমার ভাই এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। জানিস্ তো খাস বাঙাল আমরা। এককালে পূর্বপুরুষদের অবস্থা সচ্ছলই ছিল। কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে অবধি এখানে ওখানে সাত ঘাটের জল খেয়ে ফিরছি। বাবা কাকারা বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। নিম্ন মধ্যবিত্তই বলতে পারিস। মা দু'বেলা নিজে হাতে মশলা বেটে উনুন ধরিয়ে রান্না করে এসেছে বরাবর। বাবা সাইকেলের ক্যারিয়ারে গম ভাঙিয়ে আটার বস্তা নিয়ে বাড়ি ফেরে এখনও, এই বয়সেও। সেই সবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

জীতু হাসলো। কেমন ফ্যাকাসে হাসি।

বললো, "তুই জানিস না পিণ্টু তুই কত ভাগ্যবান। ঠিক আছে, আজ বিকেলের দিকে হস্টেলেই রেখে আসবো তোকে। এখন চটপট আমার সঙ্গে একটু বাজার চল দিকিনি।"

চাঁদনি চকের গলিঘুঁজি পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। কি যে গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছে জীতু তা সেই জানে।

জিজ্ঞেস করলে বলে, "উহুঁ, আরও দূরে। মির্জা সিদ্দিকির দোকান এখনও আসেনি।"

অবশেষে পৌঁছনো গেল সেখানে। পুরোনো জিরজিরে দোকানঘরের সামনে চেক কাটা লুঙ্গি পরে হুঁকো হাতে বসে বসে কাশছে আধবুড়ো একটা লোক।

জীতু তাকে দেখে আকাশের চাঁদ পাওয়া স্বরে বললো, "আদাব সিদ্দিকি!"

তারপর আরও কি সব কথাবার্তার পর একটা বড় বোয়াম ভরা কি একটা কিনে ফিরতি পথ ধরলো আবার।

"কি জিনিস রে এটা?"

"কি আবার, গুল্‌কন্দ্! গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি চিনির রসে জারিয়ে তারই মোরব্বা।"

"সারা দিল্লী শহরে এ পদার্থ আর কোথাও মেলেনা নাকি যে এই ঘিঞ্জি নোংরা গলি থেকে নিচ্ছিস? দোকানের যা ছিরি ----।"

জীতু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। মালকানি মামার অচলা ভক্তি এই সিদ্দিকি মিঞার গুল্‌কন্দের গুণে। ঠ্যালার নাম বাবাজী। সে কষ্টে পড়িস নি তো কোনদিন!"

"কষ্ট মানে?"

জীতু বিজ্ঞের সুরে বলে, "ওমা, কষ্ট থাকবে না? তুই কি ভেবেছিস্ বেনামী টাকায় ব্যাঙ্কের খাতা ভরছে আর বিশাল ইমারতে বসে উদিপরা বেয়ারা খানসামার সেবা ভোগ করছে বলে এদের জীবন একেবারে পুষ্পশয্যা? শৃণতু বৎস, এ জগতে কষ্টহীন কেউ নেই। স্বয়ং কেষ্টই এই বিধান করে রেখেছে। স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে থাকে যে লোকটা তার চোখে ঘুম নেই, আর যার ঘুম আছে তার শোবার চালচুলো নেই। এই য়ে দিল্লীর যত অভিজাত পাড়ার অদূরে জুতোপালিশ, দুধ সাপ্লাই, গাড়ি পরিষ্কার, বাথরুম ধোলাই ইত্যাকার নানান চাহিদা মেটানোর জন্যে যে জীবগুলো কোনরকমে মাথাগুঁজে পড়ে আছে, ঐ অভিজাত পাড়ার লোকেরা তাদের একটা ব্যাপারে কি দারুণ হিংসে করে জানিস?"

অবাক হয়ে শুধোই, "কোন ব্যাপারে?"

জীতু ব্যাগ থেকে গুল্‌কন্দের বোয়ামটা বার করে আমার চোখের সামনে নাচায়।

"এই সব টাকার কুমীর রাজাগজাদেরও দুঃখ কষ্ট আছে হে! সারা দেশময় খুঁজে কোথায় গুল্‌কন্দ্, কোথায় ইসবগুলের ভূষি, কোথায় মিল্ক অফ্ ম্যাগ্‌নেশিয়া জোগাড় করে ফেরে। এত করেও ফল তো হয় কচুপোড়া, গুচ্ছের হয়রানি শুধু শুধু।"

বললাম, "সেই রাগেই বুঝি ভোর রাত্রে গুল্‌তি নিয়ে শিকারে

বসেন?”

বলেই জীভ কাটলাম। আজ সকালের ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও বলতে চাইনি জীতুকে। বলাটা দারুণ অভদ্রতা হ’বে ভেবেছিলাম। আর এখন বেমক্কা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। জীতু কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত হ’ল না।

বিড় বিড় করে ইষৎ রাগত গলায় বলতে লাগলো, “কি সাংঘাতিক দেশ বল দিকি? এদেশে শেয়াল-কুকুর, গরু-ছাগল, পাখীপাখালি হয়ে জন্মালে বরং অনেক কম লাঞ্ছনা, অনেক কম দুর্ভোগ জোটে কপালে। এদিকে ডিমোক্র্যাসি ডিমোক্র্যাসি করে কানের পোকা নড়িয়ে দিলো ----।”